মহানবী (স)-এর দাওয়াত
পর্যায়ক্রমিক কৌশল ও মাধ্যম

ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী
প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সবুজপত্র

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-কে বিশ্বজাহানের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। দরূদ ও সালাম সেই নবী (স)-এর প্রতি, যিনি তাঁর বিশ্বজনীন দাওয়াত সম্প্রসারণে আল্লাহর নির্দেশনায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে কিয়ামত অবধি ইসলামী দাঈগণের জন্য অনন্য মডেল হয়ে আছেন।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স) মাত্র ২৩ বছরে যেভাবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতা লাভ করেন, তা অন্য কোনো নবী (আ) বা কোনো বিশ্বনেতার দাওয়াতী ইতিহাসে দেখা যায় না। মানবেতিহাসে এটি একটি বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা; এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর হিকমত তথা প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াতী কৌশলের সুবাদে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিশেষ তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন বলে কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا 'আপনি আমার চোখের সামনে আছেন' (সূরা ৫২; তূর ৪৮)। এ জন্য মহানবী (স)-এর সীরাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর জীবনযাত্রা ও দাওয়াতী কাজ এক মহাপরিকল্পনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর দাওয়াতী জীবন বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রাধান্য লাভ করে। এ জন্য গ্রন্থটিকে আমি তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রমের বর্ণনায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

মহানবী (স)-এর সীরাতের ওপর অসংখ্য গ্রন্থ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। ঘটনার বর্ণনায় নিখুঁত ও আকর্ষণীয় অনেক গ্রন্থাদিও রয়েছে। কিন্তু তাঁর দাওয়াতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কেন্দ্রিক আলোচনা ও তা থেকে কৌশল বের করে কিছু লেখার আগ্রহ আমার দীর্ঘদিনের। তাই এ বিষয়ে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে তা জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ। ভবিষ্যতে গ্রন্থটিতে আরো তথ্য ও বিশ্লেষণ সংযোজন করার আশা পোষণ করছি।

গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'-এর স্বত্বাধিকারী ভাই মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এবং কম্পোজে হাফেজ আবু ইউসুফ যে শ্রম ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন, সে জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির মুদ্রণকপি ফ্রেশ করা ও অনুলিখনে আমার সহধর্মিণী ডা. আনাচকা রউফ তমা সহযোগিতা করেছেন। আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা সেজন্য তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

এটি অধ্যয়ন করে পাঠক মহানবী (স)-এর দাওয়াত কৌশল সম্পর্কে দাওয়াতের ক্ষেত্রে উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

বিনীত

আবদুর রহমান আনওয়ারী

সূচি পত্র

প্রথম অধ্যায় মহানবী (স)-এর	
দাওয়াতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও কৌশল প্রথম পর্যায়: দাওয়াতের প্রস্তুতি ও আকর্ষণীয়	২১
ব্যক্তি হিসেবে দা'ঈর আত্ম প্রকাশ	২২
দ্বিতীয় পর্যায়: গোপনে দাওয়াতের সূচনা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ	২৬
তৃতীয় পর্যায়: দাওয়াতী গোপন কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ দান	৩০
চতুর্থ পর্যায়: প্রকাশ্যে দাওয়াত ও গণযোগাযোগ	৩৪
পঞ্চম পর্যায়: কাফিরদের বিরোধিতা ও নির্যাতনের মুখে সংযম প্রদর্শন	৩৮
ষষ্ঠ পর্যায়: মক্কার বাইরে	
দাওয়াত সম্প্রসারণ ও এ কাজে সাহায্য কামনা	৪২
সপ্তম পর্যায়: মদীনায় হিজরত	৪৬
অষ্টম পর্যায়: অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	
সুদৃঢ়করণ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা	৪৮
মদীনা চুক্তির মূল পাঠ	৪৯
নবম পর্যায়: জিহাদ ও দাওয়াতের প্রভাব	৫৬
সশস্ত্র জিহাদে মহানবী (স)-এর দাওয়াতী কৌশল	৫৮
দশম পর্যায়: হুদাইবিয়ার সন্ধি স্থাপন ও সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ	৫৯
একাদশ পর্যায়: বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে দাওয়াত ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ	৬২
রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রাবলির কিছু নমুনা	৬৫
দ্বাদশ পর্যায়: মহাবিজয়ে উদারতা ও সাধারণ ক্ষমার অত্যুজ্জ্বল নমুনা	৭৭
ইসলামের ৮০ টি জিহাদে আহত-নিহতদের তালিকা	৮৮
ত্রয়োদশ পর্যায়: দাওয়াতী প্রতিনিধি প্রেরণ এবং লোকজনের	
দলে দলে ইসলাম গ্রহণ	৯০
চতুর্দশ পর্যায়: মহাসম্মেলনে দীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ঘোষণা	৯৭
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরোধ পর্বে কৌশল ও মাধ্যম	৩৭৩

এক. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড	৩৭৪
দুই. জনগোষ্ঠী	৩৭৬
তিন. সার্বভৌম ক্ষমতা	৩৭৬
চার. সরকারব্যবস্থা	৩৭৬
মৌলিক কর্মসূচি	৩৭৭
দাওয়াতের প্রতিষ্ঠাপর্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা	২৭৭
প্রতিরোধের শর্তাবলি	৩৭৮
প্রথমত, প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরা	৩৭৮
দ্বিতীয়ত প্রস্তুতি গ্রহণ	৩৭৯
তৃতীয়ত সামর্থ্য বিবেচনা	৩৮০
আদল ও ইনসাফভিত্তিক পদক্ষেপ	৩৮১
দাওয়াতের পথ থেকে বাধা অপসারণ ও দাঈর নিরাপত্তা বিধান	৩৮২
সন্ধির সুযোগ থাকলে যুদ্ধ নয়	৩৮৩
একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিরোধব্যবস্থা	৩৮৩
দাওয়াতের পথে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরোধপর্বে মাধ্যমসমূহ	৩৮৪
দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুসলিম দল	৩৮৪
আল্লাহর সাহায্য	৩৮৫
সংগঠন ও ঐক্য চুক্তি	৩৮৬
হিজরত	৩৮৭
চুক্তিপত্র ও সন্ধি	৩৮৮
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ	৩৮৮
শূরাব্যবস্থা	৩৮৮
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা	৩৮৯
উপসংহার	৩৮৯
গ্রন্থপঞ্জি	৩৯১

প্রথম অধ্যায়

মহানবী (স)-এর দাওয়াতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও কৌশল

মহানবী (স)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর গোটা জীবনই ছিল দাওয়াতী জীবন। মহান আল্লাহর দিকনির্দেশনায় তাঁর জীবনের সকল কার্যাদি পরিচালিত হতো। সেসব কার্যাদির বৃহদাংশেই দাওয়াতী কার্যক্রম নিহিত। তাই তাঁর দাওয়াতী কাজের বিকাশটিও তাঁর জীবনপরিক্রমার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তাঁর জীবনপরিক্রমা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি বিভিন্ন দাওয়াতী পর্যায় অতিক্রম করে। সাথে প্রতিটি পর্যায়েই বিভিন্ন রকম দাওয়াতী কৌশল বিদ্যমান। নিম্নে সেসব পর্যায়ের আলোকে দাওয়াতী কৌশল ও তাঁর দাওয়াতী অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পর্যায়

দাওয়াতের প্রস্তুতি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তি হিসেবে দা'ঈর আত্মপ্রকাশ

দা'ঈ শব্দটির অর্থ– যিনি অন্যকে নির্দিষ্ট ঈপ্সিত লক্ষ্যে কৌশলে আহ্বান জানায়। মানবেতিহাসে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল কুরআনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য, এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বানের জন্য যে মানুষটিকে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা নির্বাচন করেন তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, ইনসানে কামেল মুহাম্মদ (স)। অতীতে দেখা গেছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল নবী ও দা'ঈকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাই কিয়ামত পর্যন্ত যে দাওয়াত চালু থাকবে তার প্রধান বাহককে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে– এটা ছিল স্বাভাবিক। বাস্তবেও তাই দেখা গেছে।

বংশ মর্যাদায় তিনি ছিলেন স্বর্ণশিখরে। সত্যবাদিতায় ও আমানতদারিতায় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজনবিদিত। লোকমুখেই মুখরিত হয়, তিনি 'আল আমীন'। বুদ্ধিদীপ্তিতে ভাস্বর সামাজিক সমস্যা নিরসন যেমন কাবায় হাজরে আসওয়াদ স্থাপনে দক্ষ নেতৃত্বে সর্বগণ্য ও জনমান্য। সমাজসেবা ও মানবতায় তিনি অগ্রসেনানী ও অভিনন্দিত। এ জন্য তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা) রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

كُلاَّ وَ اللهِ لاَ يُخْزِيْكَ ا اللهُ اَبَدًا – اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَصدق الْحَدِيْثِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِىُ الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ -

'কক্ষনো নয়, (এ হতে পারে না) কসম খোদার, আল্লাহ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না, আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন। সত্য কথা বলেন, ইয়াতীমদের দেখা-শোনা করেন, নিঃস্ব ব্যক্তির ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন,

মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন।'১[১]

বংশীয় মর্যাদা, প্রভাব পরিচিতি, স্বভাব প্রকৃতি, চারিত্রিক মাধুর্য, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার জন্য মক্কার লোকজন ছিল তাঁর প্রতি মোহিত। তাঁর প্রশংসায় ছিল সকলে মুখরিত। যে জন্য নবুওয়াত লাভের সূচনাপর্বেই আল্লাহ তাঁকে প্রত্যয়ন করেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

'নিশ্চয়ই আপনি উন্নত চারিত্রিক মাধুর্যে ভূষিত।' (সূরা ৬৮: কলম ৪)

এমতাবস্থায় তাঁর ৪০ বছরে তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি সকলের মাঝে একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সকলেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর কথা শুনতে ও মানতে একটি ইতিবাচক সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বই তখন দাওয়াতী আকর্ষণ তৈরি করে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ দিকটির গুরুত্ব অপরিসীম। এটাই তাঁর দাওয়াতী জীবনের প্রথম পর্যায়। ওহী আসেনি, তাই তাওহীদের দাওয়াত শুরু হয়নি। কিন্তু দাওয়াতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাওয়াতের মূল বক্তব্য পেশ করার পূর্বেই এই দাঈকে আরো যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলা হয় সূরা 'আলাক ও মুয্যাম্মিলের বেশ কয়েকটি আয়াতে দিকনির্দেশনায়। সূরা 'আলাকের দ্বারা জ্ঞান-গবেষণায় তাঁকে আত্মমগ্ন হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, اِقْرَأْ (ইকরা) বলে। সেখানে দু' ধরনের ইকরা বা পাঠ করার জন্য বলা হয়। প্রথম সৃষ্টিজগৎ অধ্যয়ন করার জন্য। সেটিও আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ --- مَنْ عَلَقٍ

'পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক তথা জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে।' দ্বিতীয় পাঠ ছিল, মানুষের অজ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর গ্রন্থ পাঠ করার জন্য, যা কলম দ্বারা লিখিত ও সংকলিত হয়।

---

১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, আল জামে' আস সহীহ, বাব কাইফা কা-না বাদউল ওহী, হাদীস নং ০৩, (আরবী), (বৈরূতঃ দার ইবনে কাছীর, ১৪০৭ হি.), ১ খ., পৃ. ৩; বঙ্গানুবাদঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ – الَّذِىْ عَلَّمَ بَالْقَلَمِ – عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

এমনিভাবে সূরা মুয্যাম্মিলে নির্দেশ দেওয়া হয়, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা ও ইবাদতে মনোনিবেশ করার জন্য। সাথে সাথে সমাজ পরিবেশে মনস্তাত্ত্বিক দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। এসব কিছুই ছিল জগৎশ্রেষ্ঠ মানুষ মহানবী (স)-কে আরো যোগ্যতর ও আকর্ষণীয় দা'ঈ হিসেবে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً

মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য তখনই বলে দেওয়া হয়,

إِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً

এ গুরুবাক্য বা দায়িত্বের ফরমান নিঃসন্দেহে দাওয়াতের ফরমান ও পয়গাম। মহানবী (স) স্বীয় রব আল্লাহর তত্ত্বাবধানে সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করে নেন।

চারিত্রিক ও সামাজিক শক্তি তথা প্রভাব-প্রতিপত্তির পাশাপাশি তাঁকে জ্ঞানশক্তি ও আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিতে বলীয়ান করে দাওয়াতের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করা হয়। পূর্ববর্তী নবীগণের বেলায় তা-ই দেখা যায়। যেমন হযরত ইউসুফ (আ) জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর সঙ্গীগণ তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন,

اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

"নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে অত্যন্ত সদাচারী হিসেবেই দেখছি।" (সূরা ১২: ইউসুফ ৭৮)

অথচ তখনো তিনি তাদের নিকট দাওযাত উপস্থাপন করেননি। এতে বুঝা যায়, দাওয়াত উপস্থাপনের পূর্বেই দা'ঈকে জনগণের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়। এমনিভাবে হযরত সালেহ (আ)ও তাঁর জাতির নিকট একজন সম্ভাবনাময় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছিলেন। যে কারণে তাওহীদের দাওয়াত উপস্থাপনের সময় তাঁর জাতি মন্তব্য করেছিল, যেমন আল কুরআনে এসেছে,

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ ﴿٦٢﴾

"তারা বলল, হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার উপর আমাদের বড় আশা ছিল।" (সূরা ১১; হূদ ৬২)

এমনিভাবে মহানবী (স)ও তাঁর সমাজে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে দাওয়াতী কৌশল

১. দা'ঈর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ তৈরি করা।

২. দাওয়াতে অনিয়োগের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ।

৩. সংগঠনে উদ্যোগ গ্রহণ।

৪. জ্ঞান-গবেষণায় মনোযোগ দেওয়া।

৫. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ়করণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন ও প্রস্তুতি গ্রহণ।

৬. মনস্তাত্ত্বিক দৃঢ়তা অর্জন ও মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ।

৭. বেশি বেশি ইবাদাত ও কুরআন তিলাওয়াত করা।

দ্বিতীয় পর্যায়

গোপনে দাওয়াতের সূচনা ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যখন রিসালাতের দায়িত্ব তথা দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশ দেন এবং সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম কয়টি আয়াতে সংক্ষেপে দিকনির্দেশনাও দিয়ে দেন। তখন তিনি তাঁর সেই দায়িত্বের মাহাত্ম্য, বিশালতা ও গভীরতা অনুধাবন করেন। তিনি বুঝতে পারেন এই দাওয়াত সাধারণ বিষয় নয়; বরং মানব জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার দাওয়াত। জাহেলী সমাজকে পরিবর্তন করে একমাত্র 'লা শারীক আল্লাহ'র আনুগত্য ও ইবাদাতের দাওয়াত। যা মানুষের সমগ্র জীবনে এক বিপ্লব ডেকে আনবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আচার-আচরণ কর্মধারা নতুন মোড় নেবে। অথচ তিনি যে সমাজে দাওয়াতের সূচনা করবেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক জাহেলী সমাজ। প্রচণ্ড শিরককেই তাদের ধর্ম মনে করছে। সেখানে ধর্মীয় বৈষয়িক প্রতিপত্তির আড়ালে প্রতিষ্ঠিত আছে কায়েমী স্বার্থবাদী একটি বিশেষ মহল। তারপর আরবদের মেজাজেও রয়েছে নতুন কিছু গ্রহণে কঠোর অনমনীয়তা। এসব দিক ও পরিবেশ বিবেচনা করে আল্লাহর নির্দেশে দাওয়াতী পরিকল্পনায় এক হিকমতপূর্ণ তথা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিদীপ্ত দাওয়াতী কাজের সূচনা করেন। আর তা হলো গোপনে ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে (টেভ´ম বটভ ডমর্ভটর্ড) দাওয়াত দান। মহানবী (স) সে গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে কয়েক ধরনের ব্যক্তিকে টার্গেট করেন।

১. নিজ পরিবার-পরিজন

তাই তিনি প্রথমে আপন স্ত্রী খাদিজা (রা)-কে তাওহীদের দাওয়াত দেন। এতে খাদীজা (রা) তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। খাদীজা (রা) তো ঐ মহিলা যিনি সংকটকালেই রাসূল (স)-এর সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন, যার নমুনা ইতিহাসে বিরল।

তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন,

اَلْبُشْرَى يَا اِبْنَ عَمِّ وَاثْبُتْ – فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ خَدِيْجَةَ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ نَبِىَّ هَذِهِ الْاُمَّةِ

"হে চাচাত ভাই! সু-সংবাদ নাও এবং দৃঢ় হও। ঐ খোদার কসম করে বলছি যার হাতে (আমি) খাদীজার প্রাণ রয়েছে। আমার দৃঢ় প্রত্যাশা যে, তুমি এই জাতির নবী হবে।"২[১]

উল্লেখ্য, তখন সূরা মুয্যাম্মিল-এর মাধ্যমে সালাত ফরয করা হয়েছিল। মহানবী (স) ও খাজীদা (রা) গোপনে সালাত আদায় করতেন। আর রাসূল (স)-এর চাচাত ভাই ছিলেন আলী ইবন আবি তালিব মহানবী (স)-এর পরিবারেই একত্রে থাকতেন। তাঁর পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা ও অধিক সন্তানের ভার লাঘবে মহানবী (স) সেই আলী (রা)-কে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসেছিলেন। বর্ণিত আছে, একদা আলী (রা) হযরত মুহাম্মদ (স) ও খাজিদা (রা)-কে নামায পড়তে দেখে প্রশ্ন করেন, এটা আবার কোন ধর্ম। মহানবী (স) বলেন, এটা আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, যা দিয়ে তিনি আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। হে আলী! তোমাকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি, যার কোনো শরীক নেই। তাঁর ইবাদতের প্রতি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আর তুমি লাত ও ওয্যা নামের প্রতিমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তখন আলী (রা) বললেন, আমি আমার পিতা আবু তালিবকে বিষয়টি বলব। মহানবী (স) বললেন, না, বলার দরকার নেই। তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলে তা গোপন রাখ। এভাবেই রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর ভোর বেলায় মহানবী (স) তাঁকে আবার দাওয়াত দেন। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর।৩[২]

এমনিভাবে হযরতের পরিবারের অংশ ছিলেন যায়েদ ইবন হারিছা। তিনি হযরত খাদীজার গোলাম ছিলেন। খাদীজা (রা) পরে তাকে মহানবী (স)-এর খিদমতের উদ্দেশ্যে দান করে দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, যায়েদ (রা)-এর পরিবারবর্গ তার খবর জানতে পেরে মক্কায় এসে রাসূল (স)-এর কাছে তাকে ফেরত চাইল। রাসূল (স) তাকে ইখতিয়ার দিয়ে বললেন, তুমি এখানে থাকতে পার অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে চলে যেতে পার। কিন্তু যায়েদ এই স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে দাসত্বকেই বরণ করে বলেছিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির নিকট যা দেখতে পেয়েছি, তাঁর ওপর অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারি না।'

---

১. ইবনে হিশাম, সীরাতুন নবী (স), বঙ্গানুবাদঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ঢাকাঃ ১৯৯৪ খ্রি.) ১খ, পৃ. ১৮১; ইবনে হিশাম আসীরাতুন নাববিয়্যা (আরবী) (বৈরূতঃ দার ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি) ২ খ., পৃ. ১৯০।

২. ইবন কাছীরঃ আস্-সীরাতুন নাববিয়্যা; (কায়রোঃ মাতবা ঈসা আল হালাবী ১৩৮৯ হিজরী, ১৯৭৩ খ্রি.) ১ খ., পৃ. ২৪।

সুতরাং মহানবী (স)-এর প্রতি অনুরক্ত এই যায়েদের নিকট যখন ইসলামী দাওয়াত পেশ করা হয় তখন তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

২. বিশ্বস্ত বন্ধু

মহানবী (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকে আবূ বকর (রা) ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু। এ দিকে কুরাইশদের মধ্যে কেউ কেউ মহানবী (স)-এর নতুন দীনের কথা সাধারণভাবে জেনে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর গোপন দাওয়াতী কার্যক্রম ও পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল না। একদা হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন কী বলছে যে, আপনি প্রতিমা পূজার নিন্দা করছেন। পূজারীদের মূর্খতা প্রকাশ করছেন। এটা কি ঠিক? মহানবী (স) বললেন, হ্যাঁ তা ঠিক। আপনাকেও ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ফলে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। বয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলিম। তাঁর ব্যাপারে মহানবী (স) বলেছিলেন, 'আমি যাকেই ইসলামের প্রতি ডেকেছি, তার মধ্যেই কিছু গড়িমসি ছিল, কিন্তু আবু বকর ছিলেন একেবারেই উন্মুক্ত। যখনই তাঁকে দাওয়াত দিয়েছি, তখনই তিনি গ্রহণ করেছেন– কোনো ইতস্তত করেননি।'৪[১]

৩. গোপনীয়তা রক্ষায় বিশ্বস্ত ও মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং নেতৃত্বে প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ

এ পর্যায়ে মহানবী (স) সেসব ব্যক্তিকে টার্গেট করেন যারা জাহেলী সমাজের প্রতি হয়ে উঠেছিলেন বীতশ্রদ্ধ। যারা মূর্তিপূজার অসারতা অনুধাবন করে মুক্তির পথ অন্বেষণ করছিলেন। অথচ তারা নতুন দীনের দাওয়াতকে গ্রহণ না করলেও তা গোপন রাখবেন। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের কাছে মহানবী (স) নিজে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন। কিংবা তার পরম বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমেও যোগাযোগ করিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা)-এর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতিকে কাজে লাগিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন বড় ধরনের ব্যবসায়ী। তাছাড়া তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত মিশুক ধরনের ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। যে জন্য তিনি ছিলেন স্বজাতির কাছে প্রিয়পাত্র। কুরাইশদের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক বংশবৃত্তান্ত

---

১. প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬, ইবনে হিশাম: সীরাতুন্নবী ২/১৯৩।

(ঐণভণরটফমথহ) আর কারো জানা ছিল না। কে ভালো, কে মন্দ এবং কার কী গুণাবলি– এসবও তাঁর চেয়ে অধিক আর কারো জানা ছিল না। তিনি বড় ব্যবসায়ী হওয়ার সাথে সাথে সদাচরণের জন্যে খ্যাত ছিলেন। তাঁর স্বজাতির লোকজন তার জ্ঞান বুদ্ধির জন্য, তাঁর ব্যবসার জন্য অনেক সময় তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করত এবং তাঁর কাছে বসত। এ সুযোগে তিনি যাদের প্রতি আস্থা পোষণ করতেন তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতেন।৫[১] তার তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে বিরাটসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

সেই সময়ে হযরত আবু বকরের দাওয়াতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো : উসমান (রা), যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবন ওবায়দুল্লাহ, আবদুর রহমান ইবন 'আউফ ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)। এরপর আরো ঈমান আনলেন, আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, সাঈদ, আরাকাম, আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ, খাব্বাব ও বেলাল (রা)। তারপর যাঁরাই মুসলমান হতেন তারাই তাদের বন্ধুমহল থেকে তালাশ করে ভালো লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতেন। সে সময়ে মুসলমানগণ গোপনে মক্কার জনহীন প্রান্তরে নামায পড়তেন। যাতে করে তাঁদের ধর্মান্তর গ্রহণ কেউ টের না পায়। মহানবী (স)-এর বাড়িতে অথবা কোনো গোপন স্থানে একত্রিত হতেন। সে সময় আল কুরআনের ছোট ছোট আয়াতের সূরাগুলো অবতীর্ণ হচ্ছিল। তখন মুসলমানগণ সেগুলো দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা গোপন স্থানে একত্রিত হয়ে কুরআনের সেসব আয়াত পরস্পর পরস্পরের মাঝে পাঠ করতেন, মুখস্থ করতেন এবং তা হৃদয়ঙ্গম করে আমল করার চেষ্টা করতেন। এভাবে মহানবী (স)-এর নবুওয়াতের আড়াইটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়।

এ পর্যায়ে দাওয়াতী কৌশল

১. সূচনাপর্বে ব্যক্তিগতভাবে গোপনে যোগাযোগ।
২. গোপনীয়তা রক্ষা করবে এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ।
৩. পরিবার-পরিজনের নিকট ইসলামের আবেদন তুলে ধরা।
৪. তাওহীদের ভিত্তিতে আকীদা ও আখলাকের সংশোধনীর ওপর গুরুত্বারোপ।
৫. গোপনে সালাতের ওপর প্রশিক্ষণ দান।
৬. নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে টার্গেট করা।

---

১. ইবনে হিশাম: ২/১৯১।

৭. বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের সূত্রে ব্যবসায়ীদেরকে দাওয়াতের টার্গেট করা।

৮. আল কুরআনের নাযিলকৃত আয়াতসমূহ হিফয ও তিলাওয়াত করার ওপর গুরুত্বারোপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহানবী (স)-এর দাওয়াতের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরোধ পর্বে কৌশল ও মাধ্যম

মহানবী (স)-এর দাওয়াতের চূড়ান্ত পর্ব হলো মানবজীবনে ইসলামী শরী'আর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এ দাওয়াতের পথে ও সেই শরীআহ বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধ করা।

সেই শরীআর বাস্তবায়ন বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভব নয়। এই জন্য প্রয়োজন সামাজিক কর্তৃত্ব অথবা ন্যূনতম পক্ষে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমর্থন বা ঐকমত্য। এর জন্য প্রয়োজন সে সমাজের ওপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। আর এটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ছাড়া সম্ভব নয়। এই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো চ্যালেঞ্জকারী কর্তৃত্ব বিরাজমান থাকে তবে সে বাধা সৃষ্টি হবে। আর এটা স্পষ্ট যে সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মহল থাকে তবে সে আদল এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যাদেরকে বলা হয় তাগূত। এদেরকে প্রতিরোধ করা না গেলে সে সমাজে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মহানবী (স) মক্কায় বিভিন্ন পন্থায় দাওয়াতী কার্যক্রমের দ্বারা আল্লাহর প্রদত্ত জীবন বিধানের আলোকে ন্যায়-ইনসাফের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করে তা বিশ্বময় সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দাওয়াতের সূচনা থেকে সুসংবাদ দিচ্ছিলেন যদি তারা এই দাওয়াত কবুল করে তাহলে আরব-অনারব তথা রোমান পারস্য-সাম্রাজ্য তাদের করতলগত হবে। কিন্তু এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই তাগূতি শক্তি। তিনি তখন বুঝতে পারলেন মক্কায় অবস্থান করে ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্যসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি এমন আরেকটি এলাকা অন্বেষণ করছিলেন যেখানে সেই ধরনের সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং তাদের মাধ্যমে সেই তাগূতের বাধা অপসারণ করাও সম্ভব। মহানবী (স)-এর জন্য এই বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে দিক-নির্দেশনা এসেছিল। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا ﴾

"এবং দু'আ করুন, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও, সত্যতার সাথেই নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে বের কর সত্যতার সাথেই বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন কোনো শক্তি দান কর, যে আমার সাহায্যকারী হবে।" (সূরা ১৭; ইসরা ৮০)

এ আয়াতে তিনটি দাবি ফুটে উঠেছে:

প্রথমত, নিরাপদ আবাসস্থল।

দ্বিতীয়ত, সে আবাসস্থলে পৌছার জন্য নিরাপদ গোপনে গমনের তথা হিজরতের সুযোগ।

তৃতীয়ত, দাওয়াতের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী বা সুলতান। এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা।

এখানে স্মর্তব্য যে উপরিউক্ত সুলতান বা সামাজিক সর্বোচ্চ কর্তৃত্বটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বহিঃপ্রকাশ ঘটে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান রয়েছে–

(১) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (২) জনগোষ্ঠী, (৩) সার্বভৌম ক্ষমতা ও (৪) সরকার ব্যবস্থা।

মহানবী (স)-এর সীরাত পর্যালোচনা করে জানা যায়, তিনি এই চারটি দিক অর্জনের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন।

এক. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

তৎকালীন মক্কাবাসীদের প্রচণ্ড বিচক্ষণতা সাথে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সেখানে সর্বোচ্চ সার্বিক কর্তৃত্ব চর্চা করা সম্ভব নয়। তাই তিনি মুসলমানদের প্রথমত হাবশায় হিজরত করতে নির্দেশ দেন। অতঃপর একই লক্ষ্যে তিনি তায়েফে গমন করেন; কিন্তু সেখানে লোকজন মহানবী (স) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, হজ্জ মৌসুমে মক্কায় আগত কিছু নির্বাচিত আরব গোত্রের নেতাদের সাথে কথা বলেন। যেমন– হযরত আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্য আগত বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইয়াসিলের কেন্দা গোত্রের লোকজনের কাছে হাজির হলেন, এদের মধ্যে বকর ইবনে ওয়ায়েল এবং বনী আমের ইবন মা'আস এর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের সংখ্যা কত? তারা বলল বালুকণার সংখ্যার মতো অনেক। নবী কারীম (স) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা

রয়েছে। তারা বলল, আমাদের কোনো ভীতি নেই, নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় না, আমরা পারস্যবাসীদের প্রতিবেশী। আমরা তাদের নিকট নিরাপত্তার দাবি করি না। তাদের বিরুদ্ধে কাউকে নিরাপত্তা দেই না।

রাসূল (স) দীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কাছে নিরাপত্তা কামনা করলেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল।[১]

এমনিভাবে আরেকবার নবী করীম (স) আবূ বকর ও আলীকে নিয়ে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে গেলেন, তার মধ্যে আরবের পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী বনী সায়েবান গোত্রে গিয়ে তাদের সাথে পরিচিত হন। দাওয়াতের বিভিন্ন কথায় তিনি এক পর্যায়ে বলেন, আমি তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছি এক আল্লাহর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তার কোনো শরীক নেই এবং আমি তার রাসূল এবং আমি যেন তাদের নির্দেশ পালন করতে পারি সে লক্ষ্যে তোমরা আমাকে আশ্রয় দেবে এবং সাহায্য করবে। কিন্তু তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। কেউ কেউ পক্ষে বললেও তাদের এক সরদার বা ধর্মগুরু হানি ইবন কাবীমা দ্বিমত প্রকাশ করায় তারা শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা দিতে অপারগতা প্রকাশও করে।[২]

এভাবে মহানবী (স) বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে মদীনার (ইয়াছরাব) আউস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে বৈঠক করেন। তারা মহানবী (স) নিরাপত্তার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন এবং ক্রমান্বয়ে তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন নবুওয়াতের তেরোতম বর্ষে।

তখন মহানবী (স) মক্কায় মুসলমানদেরকে ক্রমান্বয়ে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি গোপনে হিজরত করেন। ফলে মদীনায় আশ্রয়স্থান হিসেবে মুসলমানদের জন্য একটি ভূখণ্ড মিলে যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

---

১. ইবন কাছীর, আস সীরাতুন নাববিয়্যাহ, পৃ. ১৬০
২. প্রাগুক্ত ২ খ., পৃ. ১৬৩

১. আল কুরআনুল কারীম।
২. আনওয়ারী, ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, মানহাজুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দু'আত ফিল কুরআনিল কারীম, (অপ্রকাশিত, পিএইচডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৮।
৩. ঐ, ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ইসলামিক থ্যট, ২০০৩ খ্রি.)।
৪. আন্দালুসী, আবু হায়ান, আল বাহরুল মুহীত, (দারুল ফিক্‌র, ১৪০৩ হি.)।
৫. আবদুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ, (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০৩ হি.)।
৬. আবদুল হাই, আবু সলীম, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন, বঙ্গানুবাদ: মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৯ খ্রি.)।
৭. আলূসী, শিহাবুদ্দীন আস সায়্যিদ মাহমূদ, রূহুল মা'আনী, (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.)।
৮. আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.)।
৯. আসকালানী, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী ফী শারহি সহীহিল বুখারী (রিয়াদ: আল মাতবাআ আস সালাফিয়া, ১৯৫৭ খ্রি.)।
১০. ঐ, আল ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা, (বৈরূত: দারুল জায়ল, ১৪১২ হি.)।
১১. আল 'আসসাল, ড. খলীফা হুসাঈন, মাআলিমুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফী আহদিহাল মাক্কী, (কায়রো: দারুত তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়াহ, ১৯৮৮)।
১২. আল ইফরীকী, ইবন মানযুর, লিসানুল 'আরব, (বৈরূত: দারু বৈূত লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি, ১৯৬৫ খ্রি.)।
১৩. ইবন আবদিল বার, আল ইস্তিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.)

১৪. ইবনুল আছীর, আল কামিল ফিত তারীখ, (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল্ মালাঈন, ১৯৮৭ খ্রি.)।
১৫. ঐ, উসুদুল গাবা, (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি)।
১৬. ইবন আশুরা, তাফসীরুত তাহবীর ওয়াত তানভীর, (তিউনিস: দারু সাহনুন, ১৯৯৭ খ্রি.)।
১৭. ইবন কাছীর, 'ইমাদুদ্দীন, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি.)।
১৮. ঐ, আস সীরাতুন নাববিয়্যা, (কায়রো: মাকতাবাতু 'ঈসা আল হালাবী, ১৩৮৯ হি.)।
১৯. ঐ, আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, বঙ্গানুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ঢাকা: ২০০৩ খ্রি.)।
২০. ইবনুল জাওযী, আল ওফা বি তা'রীফি ফাদাইলি মুস্তফা, (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, তাবি)।
২১. ঐ, মুখতাসারু সহীহ মুসলিম, তাহকীক: তাসিরুদ্দীন আল আলবানী, (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.)
২২. ইবনূল মানযারী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো: ইহ ইয়াউত তরছিল 'আরাবী, ১৯৬৮)।
২৩. ইবন সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা (বৈরূত: দারু সাদিও, তাবি.)।
২৪. ইবন সায়্যিদিন নাস, উয়ুনুল আছার (কায়রো: দারুল আফাক, ১৯৮২ খ্রি.)।
২৫. ইবন সীনা, আশ শিফা, কিতাবুল জাদাল (কায়রো: আল মাকতাবাতুল মাতাবি'ইল আমেরিয়া, ১৩৮৬ হি.)।
২৬. ইবন হাব্বান, আস সহীহ (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি.)।
২৭. ইবন হাম্বল, আহমদ, মুসনাদ (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৩৯৮ হি.)।
২৮. ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, অনু, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ঢাকা, ১৯৯৪)।
২৯. ইবন হিশাম, আস সীরাতুন নাববিয়্যাহ (আরবী), (বৈরূত: ইহ ইয়াউত্ তরছিল 'আরাবী, তা বি.)।